দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... AUG. 2 8 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১ ...

এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল

দেশের ৫টি শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে গত বৃহস্পতিবার। ৫ বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫ লাখ ১৮ হাজার ৬শ' ৬৬ জন। এদের মধ্যে পাস করেছে ২ লাখ ৯০ হাজার ৬শ' ২৭ জন। ঢাকা বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৬৩ হাজার ১শ' ১৭। পাস করেছে ৮৬ হাজার ৯শ' ৫৫ জন। পাসের হার ৫২·২০ শতাংশ। রাজশাহী বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১ লাখ ৩৩ হাজার ৮শ' ২৪ জন। পাস করেছে ৯০ হাজার ৯শ' ৫৩ জন। পাসের হার ৬১·৮৯ শতাংশ। কুমিল্লা বোর্ডের পরীক্ষার্থী ছিল ৭৯ হাজার ৪শ' ১ জন। পাস করেছে ৪০ হাজার ১শ' ২ জন। পাসের হার ৪৫·৪৬ শতাংশ। যশোর বোর্ডের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯৭ হাজার ৮শ' ৬৭ জন। পাস করেছে ৪১ হাজার ৮শ' ১৭ জন। পাসের হার ৪২·৭৩ শতাংশ। চট্টগ্রাম বোর্ডের পরীক্ষার্থী ছিল ৪৪ হাজার ১শ' ৩৯ জন। পাস করেছে ৩০ হাজার ৮শ' জন। পাসের হার ৬৮·৯৩ শতাংশ। ৫ বোর্ডে গড় পাসের হার ৫৪·২৪ শতাংশ।

গড় পাসের হার সন্তোষজনক, তা বলার অবকাশ নেই। পরীক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেকই পাস করতে পারেনি। আমাদের দেশে বিভিন্ন পরীক্ষায় পাসের চেয়ে ফেলের হার বেশী হওয়া ব্যতিক্রমবাদে সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল সেই দিক দিয়ে ব্যতিক্রম। এবার ফেলের চেয়ে পাসের হার কিছুটা হলেও বেশী। অবশ্য তাতে পরিস্থিতি বা সমস্যার খুব একটা হেরফের হচ্ছে না। শতকরা ৪৫·৭৬ শতাংশ পরীক্ষার্থীর ফেল করার বাস্তবতা সহজভাবে গ্রহণ করার সুযোগ নেই। এদের শিক্ষাগত ও ব্যক্তিগত জীবন অনিশ্চয়তার কালো পর্দায় ঢেকে গেছে। ফেল করা ছাত্রছাত্রীর পুনরায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও পাস করা আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় বলতে গেলে বিরল ঘটনার মধ্যেই পড়ে। অধিকাংশ অভিভাবকের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। তাদের পক্ষে খরচপত্র যোগান দেয়া অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য। ফলে একবার কেউ ফেল করলে দ্বিতীয়বার তার পরীক্ষায় অংশ নেয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের শিক্ষা জীবনেরও ইতি ঘটে যায়। এইচএসসি পরীক্ষা এমন একটা পরীক্ষা যা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়েই কেবল একজন ছাত্র বা ছাত্রী উচ্চ শিক্ষার অধিকার লাভ করতে পারে। ফেল করলে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পর্যায়েই সীমিত হয়ে পড়ে। দু'বছর এইচএসসি পর্যায়ের পড়া কোনোরূপ গণনায় আনা হয় না। সমস্যা এই যে, ফেল করা ছাত্রছাত্রীরা না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে থাকে। জীবনে এর চেয়ে বড় ট্রাজেডি আর কিছু হতে পারে না।

পরীক্ষায় পাস-ফেল আছে, থাকবে— এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সবাই প্রত্যাশা করে, পরীক্ষার্থীরা যেন সবাই পাস করে। এবারের পরীক্ষায় যারা অংশ নিয়েছিল, তাদের ব্যাপারেও এই প্রত্যাশাই ছিল। কিন্তু ফলাফল যা হয়েছে তাতে ফেল করা পরীক্ষার্থীদের জীবন ও ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত না হয়ে উপায় নেই। প্রতি বছর প্রতিটা পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলেই এই চিন্তা সকলকে আচ্ছন্ন করে। এর যে কোন সুরাহা বা সমাধান হচ্ছে না। শিক্ষা জীবনের এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের এই ক্ষতি ও অপচয় রোধ করার প্রয়োজনীতার কথা বরাবরই উচ্চারিত হয়ে আসছে। কিন্তু পরিস্থিতির কোনো উত্তরণ ঘটছে না। লেখাপড়া এবং পরীক্ষা এ দেশে নানা কারণেই গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঠিকমত লেখাপড়া হয় না। পরীক্ষায় চলে ব্যাপক অনিয়ম ও নকল। এছাড়াও রয়েছে অব্যবস্থা, দুর্নীতি ও দায়িত্বহীনতা। বস্তুত, লেখাপড়ার পরিবেশ ও মান উন্নত না হলে, নকল বন্ধ না করা গেলে এবং অব্যবস্থা, দুর্নীতি ও দায়িত্বহীনতা অব্যাহত থাকলে পরীক্ষার ফলাফল কখনই সন্তোষজনক পর্যায়ে উপনীত হতে পারবে না। এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় যারা পাস করেনি তাদের জন্য আমারা কেবল সমবেদনাই প্রকাশ করতে পারি। আশা করতে পারি ভবিষ্যতে তাদের কৃতকার্যতা। যারা পাস করেছে, তারা অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য। অবশ্য তাদের ভবিষ্যত নিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার অবস্থা দেশে নেই। তাদের কতজন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার সুযোগ পাবে তা ভবিষ্যৎই জানে। অন্যান্যবারের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, পাস করা ছাত্রছাত্রীর একটা বড় অংশই সিট স্বল্পতার কারণে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। এদের সকলের কথা ভাবতে হবে, তারা যাতে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায়, তার নিশ্চয়তা দিতে হবে।